OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 281 - 298
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

হাস্যরস ও নৈতিক শিক্ষার সহাবস্থান : প্রেক্ষিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রচলিত গাজন গান

সুচন্দন মণ্ডল
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suchandanmandal127@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Palagan, Efforts, Enriched, Rationalism, Obscenity, Professional, Hobby, Entertainment, Globalization.

Abstract
In the South twenty-four parganas district, Gajan song has established itself much more than Bala song, Gambhira, Gamira, Domni, Alkap, Bolan song or Gayer parab. The factors underlying the establishment of Gajan song are - (A) Gajan songs of the 21st century have managed to transcend mythic boundaries. Abandoned the religious shell and rushed towards modern rationalism. Professional teams have become prestigious rather than hobby teams. They do not depend on begging or collection of subscriptions. B) Professional Gajan groups have been able to impart folk education to the masses. The main purpose of Gajan song is to give a smile back to selfish people who forget to smile in the world of selfishness. (C) It is constantly enriched with new daily events. (D) It has been able to push aside religious differences. (E) The vociferous voice of the folk society has been expressed through Gajan songs. It has become the mouthpiece of the people's society due to its vocal protest against all injustices. (F) Regional languages provide their life force. Efforts to come close to modern elegant language persist. (G) It has managed to awaken the masses by creating parodies of modern songs. H) By presenting six to seven different events different messages are given in folk society. (I) Gajan songs are performed throughout the year. As the local proverb calls it- ‘Jashthi to sashthi’.

Gajan songs became folk dramas but did not fully became folk music. It has become a folk drama based on stories. Although Gajan songs have developed in many ways, they have not been able to place women in the role of female characters. All characters played by men and directed by men. Being unable to cross the boundaries of regional language has earned it the title of obscenity in the civil society. Most of the Gajan team members and directors are from illiterate or poorly educated families. Modern Gajan songs focus more on commercial expansion rather than entertainment. Even if there is criticism, its development will not be stopped. The number of Gajan groups in South Twenty-four Parganas is increasing. Educated people have come

forward to compose Palagan of Gajan. Attempts to form expert committees can be seen to maintain the harmony of dancing, singing and acting. Gajan songs have become a source of entertainment for Bengalis living in the diaspora worldwide due to the internet. Gajan song has joined the globalization.

Discussion

লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধার সমন্বয়ে শিল্পীসৃষ্ট গাজনের গানগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান দিনের নানান ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাজন গান রচিত ও অভিনীত হয়। অর্থাৎ ছকগুলি বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়। যেমন— এক : বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ এবং নর-নারীর অবৈধ প্রণয়ঘটিত দাম্পত্য সমস্যাকেন্দ্রিক। দুই : মাদকাসক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তিন : বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। চার : স্বদেশপ্রেম বিষয়ক। পাঁচ : চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক। ছয় : ভিনজাতি ও ভিনদেশি সংস্কৃতি বা ভাষাকেন্দ্রিক। সাত : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক। আট : ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিমূলক। নয় - রাজনৈতিক সমস্যাকেন্দ্রিক। দশ : সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পকেন্দ্রিক। এগারো : জীবিকা বা পেশাকেন্দ্রিক ও বেকার সমস্যাকেন্দ্রিক। বারো : প্রাকৃতিক দুর্যোগকেন্দ্রিক। তেরো : দুর্নীতিমুক্তকরণ, চাকরিতে স্বজনপোষণ এবং সচেতনতাকেন্দ্রিক। চোদ্দো : হাস্যরসাত্মক বা শব্দের ব্যঞ্জনা। পনেরো : পরিবেশ সচেতনতা। ষোলো : সাংস্কৃতিক অবনমন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গাজনগান রচিত হয়। এই রকম বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ সংগৃহীত ছকের দৃষ্টান্ত সহযোগে নিম্নে আলোচিত হল। শব্দসীমাকে মান্যতা দিতে প্রতিটি বিভাগে মাত্র একটি ছক ব্যবহৃত হয়েছে।

এক : বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহের কুফল, অবৈধ প্রণয়ঘটিত দাম্পত্য সমস্যার ছক –

নাট্যমঞ্জরী গাজন সংস্থা। রচয়িতা : সুন্দর নাইয়া। অভিনয়ে : পাত্র- সুন্দর নাইয়া। কনে- কুমার অরুণ। কনের বউদি- পুতুল মণ্ডল। পুরোহিত : ভক্তরাম মণ্ডল।

সূচনা সংগীত- আমি এক সাজা বর।/ বিয়ের পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি,/ পুলিশ বলছে ধর।/ আমি এক সাজা বর।/ আমি মণ্ডলপাড়া থেকে ছুটে ছুটে হালদারপাড়া গিয়ে উঠেছি।/ আবার ছুটতে ছুটতে কাপড়ে পা বেধে মুখভায় আমি পড়েছি।/ ছুটতে ছুটতে ভুলে গেছি আজ নিজের কোথায় ঘর।/ আমি এক সাজা বর।

মূল গান

বউদি- বলি ও ননদি লেট করিস না, বস না বিয়ের পিঁড়িতে।
পাত্র- ঠাকুরজামাই এলো বাড়িতে।/ ও বউদি গো, ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে।
পাত্র- ঠাকুরমশাই কথা শোনো চলে যেও না।/ লগ্নভ্রষ্টা হলে সমাজ মেনে নেবে না।
ব্রাহ্মণ- ছুটে হই ঘামে ঘাম, জীবনের নেইকো দাম।/ ধরলে পুলিশ নিয়ে যাবে, রেহাই দেবে না।
বউদি- প্রদীপ জ্বালাও, শঙ্খ বাজাও, শুরু করো বিয়ের কাজ।/ শব্দদূষণ বন্ধ করো, নাচতে হবে ডিস্কো নাচ।
পাত্রী- কী করে কাল মুখ দেখাবো, কোথায় হবে বাসররাত।
পাত্র- হে ভগবান, ওই শালাদের হয় না কেন পক্ষঘাত।
ব্রাহ্মণ- এ দেখি গেঁড়াকল, সব আমার কর্মফল।/ মানুষ যদি ছাড়ে আমার আইন ছাড়ে না।

বউদি- সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সব জীবনে ঘটে যায়।
পাত্র- টাটা-সুমোয় আসার কথা, এলাম আমি বস্তায়।
পাত্রী- ভাগ্যে আমার যা লিখেছে, মেনে নিতে হবে আজ।
পাত্র- প্রশাসন এসে গেলে, করবে শুধু লাঠিচার্জ।

ব্রাহ্মণ- সুন্দর লিখে যায়, মানসিক যন্ত্রণায়।/ কম বয়সে হলে বিয়ে সুখী হয় না।

ব্যাখ্যা : অপ্রাপ্তবয়স্ক কনের বিয়ে দেওয়ার সময় প্রতিবেশীরা পুলিশকে খবর দেয়। বর মাঠ দিয়ে দৌড়ে পালায়। বরের বাবা রান্নাঘরের চালে উঠে বসে থাকে। কনের বাবা দৌড়ে পালাতে গিয়ে গরম তরকারির কড়াইয়ে পড়ে যায়। কনেকে সঙ্গে নিয়ে বউদি হাজির হয় গ্রামের ফাঁকা মাঠের একটি বটতলায়। সেখানে এসে পৌঁছায় পুরোহিত। বরকে বস্তায় বেঁধে মুড়ে দুইজন বেহারা দিয়ে যায়। পুলিশের আতঙ্কে ব্রাহ্মণ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বারবার। বটতলায় মালাবদল হবে এমন সময় পুলিশ গাড়ির সাইরেন বেজে ওঠে। ব্রাহ্মণ পালিয়ে যায় তাদেরকে পূর্ণবয়স হওয়ার পর বিয়ে করার পরামর্শ দিয়ে। তারা নিজেরাও সিদ্ধান্ত নেয় কনের আঠারো বছর পূর্ণ হলে তারপর বিয়ে করবে। এছাড়া নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ভবিষ্যতের সুখের জন্য তাই আগামী তিন বছর তারা অবিবাহিতই থাকবে। আইনের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা এবং আইনের পক্ষে সমর্থন জানানো হয়েছে। অতএব বাল্য বিবাহ সমর্থনযোগ্য নয়।

দুই : মাদকাসক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক –

জয় মা কালী গাজন সংস্থা। রচয়িতা : মিলন মণ্ডল। অভিনয়ে : ছোটো জামাই- সুকুমার হালদার। ছোটো মেয়ে- কাকলি। বড়ো জামাই- ভোম্বল দাস। শাশুড়ি- গীতা। শ্বশুর- তন্ময় সরদার।

মূল গান

ছোটো জামাই- ওরে বউ ধ্যান, বউ জ্ঞান, বিয়ের পরে জেনেছি।
বাবা-মা কেউ কিছু নয়, সেটাও বুঝেছি। গুরু (বড়ো ভায়রাভাই) এখন রেখেছে সুখে।
মাগো (স্ত্রীকে) তুমি নাও গো প্রণাম। হাউড়ি (শাশুড়িকে) আয় বুকে।

শাশুড়ি- জামাইয়ের এত গতি, যেন এই প্রথম দেখি। যেন বৈশাখেতে এলোরে তুফান।
ছোটোজামাই- দুজনে সমান সমান, মারবরে প্রেমের কামান। ভেঙ্গে দেব যত প্রেমেরই রেকর্ড।
শাশুড়ি- ও বাবা যাব মরে, জামাইয়ের ঝাঁকুনি। জ্বরেতে হয় না কিছু, মেরে যায় কাঁপুনি।
কুকুরপ্রেম বোধ হয় জেগেছে।
ছোটোজামাই- মাগো (স্ত্রীকে) তুমি নাও গো প্রণাম। হাউড়ি (শাশুড়িকে) আয় বুকে।

শ্বশুর- চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি আমি, গীতার নিয়ে টানাটানি।
কেন এ কাজ করছ বাপ (জামাই) আমার।
ছোটো জামাই- উল্টোপাল্টা করিস না ভাই (শ্বশুর), নিজ দায়িত্বে রাখতে যে চাই।
এখানে ভুতুর ম্যাজিক চলছে সারাক্ষণ।
শ্বশুর- ওরে তোর হাতে ধরি, একাজ আর করিসনে।
দুকিলো চাল কমে যাবে, কেন তুই বুঝিস নে।
রেশনকার্ড তোর কাছে যাবে।
ছোটোজামাই- মাগো তুমি নাও গো প্রণাম। হাউড়ি আয় বুকে।

বড়ো জামাই- খোলে (পেটে) যেই মাল পড়েছে, রাজা রাজা ভাব সেজেছে।
আমার মতো ব্যাংক ব্যালেন্স তুই করে দেখা না।
কাকলি- হাসি গায়ে থাকে কত, আনন্দ অবিরত।
আন্তাজের গাঁইয়া (স্বামী) তুমি (জামাই বাবু) কেন বোঝ না।
ছোটো জামাই- মিলনদা লিখে গানে, ক্যালমা দেখাব।

পরের ঝেড়ে ঝেড়ে তোর জামাইবাবু বড়লোক।
তুই একটা মালদার দেখে নে।
মাগো তুমি নাও গো প্রণাম। হাউড়ি আয় বুকে।

শেষ গান ছোটো জামাই- নিজ সন্তান হতাম যদি জননী।/ অত্যাচার করতে তাকে কি তুমি?
অনাহারে রাখে আমার বাবা-মার।/ পুত্রবধূ সাজায় তাদের শেষ চিতা।
কাকলি- তোমার গর্ভে জনম আমার হয় বৃথা।/ তুমিতো শেখাওনি আমার সভ্যতা।
এত নিচ কেন তোমার মনটা।
শাশুড়ি- যাকে করলাম এতদিন ছি, ছি, ছি।/ মা হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কি?
ক্ষমাপ্রার্থী আমি যে কু-মাতা।/ বেদনায় মর্মাহত এ মনটা।
কাকলি- তোমার গর্ভে জনম আমার হয় বৃথা।

ব্যাখ্যা : ছোটো জামাই গ্রামের ছেলে। মেজো জামাই ও বড়ো জামাই শহরের অভিজাত পরিবারের। শ্বশুর শাশুড়িও অভিজাত পরিবারের। জামাইষষ্ঠীতে এসেছে ছোটো জামাই। শাশুড়ি তাকে যত্ন করছে কপালে ফোঁটা দিচ্ছে মদ দিয়ে বাটা চন্দনের। বড়ো ও ছোটো দুই জামাই জামাইষষ্ঠীতে হাজির। জীবনে মদ স্পর্শ না করা ছোটোজামাই বড়ো ভায়রাভাইয়ের সাথে তাল দিতে গিয়ে নিজে চালাকি করে সমস্ত মদ ফেলে দিয়ে অভিনয় শুরু করে। যে সে অনেক মদ খেয়েছে। এরপর একে একে সবার কুকীর্তির কথা তুলে ধরে। মদখেলে যে মানুষ সত্যিকথা বলে সেই ধারণার প্রকাশ করেছে এখানে। শাশুড়িকে স্ত্রী বা হাউড়ি এবং স্ত্রীকে শাশুড়ি বা মা সম্বোধন করে। আবার শ্বশুরকে মেজো ভায়রাভাই সম্বোধন করে। সবাই যখন নিজেদের কলঙ্কিত জীবনের কথা শুনে বিস্মিত হয় তখন ছোটো জামাই নিজের আসল রূপে ফিরে আসে। নেশামুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা দিয়ে এই ছক সমাপ্ত হয়েছে। নেশা যে কোনো উপকার ছাড়া শুধুই ক্ষতি করে তা এখানে প্রকাশিত।

তিন : বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছক —
আনন্দধারা গাজন তীর্থ। রচনা : শুকদেব পণ্ডিত। অভিনয়ে : দাদু- বাদল হালদার, নাতি- সুকুমার হালদার (জগন্নাথ), খোঁড়া মেয়ে- অশোক নস্কর, এবং খোঁড়া মেয়েটির বোন- তাপস ভুঁইয়া।

মূল গান

নাতি- বিয়ে লেখা নেই আমার কপালে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবি ঘরে তুললে।
বিয়ে লেখা নেই আমার কপালে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবি ঘরে তুললে।
খুঁড়ি- তোদের মত কত ছেলে আছে আমার পিছনে।
নাতি- ফোনে খাচ্ছে মাথা কেউ তোদের জুটবেনে।
খুঁড়ির বোন- মনের মানুষ বোঝেনি সে মেরেছে আমার ছুরি।
নাতি- দমকা হাওয়া লাগল গায়ে পাল তুলেছে তরী।
দাদু- মাঝ নদীতে ডুবলে এরা ফিরবেনে।
নাতি- বিয়ে লেখা নেই আমার কপালে।

খুঁড়ি- আমরা হলাম দেশের নারীজাতি, আমরা দেশের সম্বল।
নাতি- কত ছেলে তোদের জন্য ফেলছে এখন চোখের জল।
দাদু- বাইরে এদের চিকনচাকন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।
খুঁড়ি- বুড়ো বলবে নাকি এরাই আমার ধরম্ বোন।
নাতি- শুকদেব বলে আমি পড়েছি গেঁড়াকলে।

বিয়ে লেখা নেই আমার কপালে।

ব্যাখ্যা : সমাজের অসম্মান, অপমান, অবহেলা থেকে এবং নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে সমাজের প্রতি প্রতিশোধ নিতে দুই বোনের পাত্ররূপী পুরুষদের কাছ থেকে অর্থ সম্পদ দাবি করে। নিজেদের জীবন বাঁচাতে আয়ের রাস্তা তৈরি করে ফেলে। চারিত্রিক দুর্বলতাকে প্রাধান্য দিয়ে পাত্ররূপী পুরুষদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেদের বাসস্থানে নিয়ে আসে। এছাড়াও বারে নেচে অর্থ উপার্জনের বা দিনযাপনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। অর্থাৎ রূপ গুণের দ্বারা নয় বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই নিজেরা নিজেদের বাঁচার পথ পরিষ্কার করে ফেলে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে জীবিকার দিশাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

চার : স্বদেশপ্রেম বিষয়ক —

নাট্যমহল গাজন সংস্থা। অভিনয়ে : ক্লাব সেক্রেটারি- অরবিন্দু পাইক। ক্লাব সদস্য- গোপাল পাইক। অরবিন্দের স্ত্রী- রবিন শিকারি। বিপ্লবী এবং অন্য দুই নারী।

মূল গান

গোপাল- দেশের তরে আমরা সবাই হলাম সমাজসেবী।
বউদি- হু হু করে ভোটকো'র মা কাঁদছে, খাচ্ছে দেখো খাবি।
কাকিমা- বাঁশির সুরে কাঁদি আমি জানেরে সকলে।
অন্য বউদি- এমন কান্না কাঁদবো আমি চোখ মুখ যায় ফুলে।
বউদি- নাচতে নাচতে কাঁদতে পারি পরে যদি লাগে গায়ে তাল।

অরবিন্দ- ওরে আমি বউয়ের ছেলে, আজ পড়ে বেকলে।
গোপাল- ওরে মহান কাজে লজ্জা কিসের ডাক না মা বলে।

ব্যাখ্যা : কৌতুক রসে পরিপূর্ণ এই অভিনয়। রাত্রে নিরাশ্রয় হয়ে কোনো এক নাম না জানা বিপ্লবী এসে ভিখারির বেশে আশ্রয় চায় ক্লাবে। ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা করে সেক্রেটারি। রাত্রে ভাত নিয়ে এসে ক্লাব সদস্য দেখে ভিখারির মৃত্যু হয়েছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভিখারির শ্রাদ্ধকর্ম ক্লাবের থেকে চাঁদা তুলে করা হবে। গলায় কাছা বাঁধবে ক্লাব সেক্রেটারি। ভিখারির আত্মার শান্তির জন্য তার স্ত্রী হিসেবে কাঁদতে আসবে পাড়ার মহিলারা। কান্নায় যে প্রথম হবে তার জন্য কুড়ি কেজি চাল কয়েকটা শাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। ভিখারির শ্রাদ্ধ কর্মের সময় তার পুঁটুলি খুলে দেখা যায় তাতে প্রচুর টাকা ও একটা চিঠি রয়েছে। চিঠিটিতে লেখা আছে, স্বাধীনতার সংগ্রামে তার সংসার শেষ হয়ে যায়। তারপর নববিপ্লব গড়ে তোলার জন্য ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশেষে ক্লাবের পক্ষ থেকে সেই অর্থে নিরন্ন মানুষের অন্নদান এবং বস্ত্রহীনদের বস্ত্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিপ্লবীর মহান উদ্দেশ্যকে ক্লাবের সদস্য সেক্রেটারি সবাই মিলে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে। সমাজ সুরক্ষার স্বার্থে বিপ্লবীর সংগৃহীত অর্থকে কাজে লাগায় তারা। নিজেদেরকে বিপ্লবীর মতো নিঃস্বার্থ প্রমাণ করতে সমর্থ হয়।

পাঁচ : চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক —

নিউনট্য গাজন তীর্থ। রচয়িতা : জয়ন্ত নাইয়া। অভিনয়ে : স্বামী- জয়ন্ত নাইয়া। স্ত্রী- মৃন্ময় বৈরাগী। আশাকর্মী- মিলন হালদার। সিভিক পুলিশ- ছোট্টু সরদার।

মূলগান

স্বামী- বে(বিয়ে) করে তুই দিল্লি গিয়ে করলি কী ক্ষতি।
এই কদিনে কি করে তুই হলি পোয়াতি?
স্ত্রী- সবই আমার নিয়তি, বুঝবো কী করে হয় যদি।
সিভিক- লোকের কাছে বলিসরে তোর বউ নাকি সতী?

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামী- বে করে তুই দিল্লি গিয়ে করলি কী ক্ষতি।
এই কদিনে কী করে তুই হলি পোয়াতি।

আশাকর্মী- ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে রাখি, কোয়ারেন্টাইন ইস্কুলে।
স্বামী- সেই সুযোগে কাকের বাসায় ডিম পেড়েছে কোকিলে।
সিভিক- যা হয়েছে চেপে যা তুই জেনে যাবে সকলে।
স্বামী- লোকের ঢেঁকি ধান ভানে কেউ মালিক রাজি না হলে।
স্ত্রী- সবই আমার নিয়তি বুঝবো কেমনে হয় যদি।
সিভিক- লোকের কাছে বলিসরে তোর বউ নাকি সতী।
স্বামী- বে'করে তুই দিল্লি গিয়ে করলি কী ক্ষতি।
এই কদিনে কী করে তুই হলি পোয়াতি।

সিভিক- সকাল-দুপুর-বিকেল-রাতে রেখেছিলাম নজরে।
স্বামী- ফাঁকা পোস্টার পেয়ে শালা লাইন নেছে(নিয়েছে) হুপ মেরে।
আশাকর্মী- স্বভাব খারাপ মেয়েছেলে লজ্জা কি নেই তোর মুখে।
স্বামী- মুখের খাবার কেড়ে খেল কোন কুকুরে চেটে চেটে।
স্ত্রী- সত্যি কথা বলছি আমি নেইকো আমার কোনো ভুল।
স্বামী- হয় না পাক এই জীবনে নারী কিংবা টাটকা ফুল।
স্ত্রী- ভুল করেছি দাও ক্ষমা, এমন ভুল আর হবে না।
সিভিক- জয়ন্ত বলে তাইতো দেশের এইতো দুর্গতি।
লোকের কাছে বলিসরে তোর বউ নাকি সতী।
স্বামী- বে'করে তুই দিল্লি গিয়ে করলি কী ক্ষতি।
এই কদিনে কি করে তুই হলি পোয়াতি।

ব্যাখ্যা : বিয়ের পরে স্ত্রী দিল্লি চলে যায়। সেখানে কিছুকাল থাকার পর করোনা মহামারীর কারণে লকডাউন শুরু হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীর চিন্তা করতে করতে ঘরে থাকে। পাড়ার সবাই তাকে নানান কুকথা শোনায়। স্ত্রী নাকি দিল্লি গিয়ে মেড়ো ধরেছে অর্থাৎ মাড়োয়ারি বিয়ে করেছে। এমনই একটা সময়ে স্ত্রী তাকে ফোন করে জানায় বাড়ি ফিরছে। দিল্লিতে করোনার বাড়ন্ত তাই এখানে আর থাকা যাবে না। বাড়ি ফিরলেও বাড়িতে তার থাকা হল না। ভিনরাজ্য থেকে আসার জন্য সিভিক পুলিশ ও আশাকর্মী দরজায় টোকা মারে। স্ত্রীকে নিয়ে তারা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যায়। হালকা সর্দি-কাশি হওয়াকে করোনা ভেবে অযত্নে মেঝেতে ফেলে রাখার দরুন স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অথচ করোনার রিপোর্ট আসে নেগেটিভ অর্থাৎ তার করোনা হয়নি। ঠাণ্ডায় ফেলে রাখার জন্য জ্বর সর্দি-কাশি ও বমি হয়েছিল। এই বমি হওয়াকে সন্তানসম্ভবা বলে ধরে নেওয়া হয় এবং নারীত্বের অপমান করা হয়। টেস্ট করার আগেই হালকা কাশি দেখেই করোনা হয়েছে বলে গুজব রটানো ভয়ংকর বিপদ। বেলেঘাটা আইডিতে পাঠানোর ব্যবস্থা। জণ্ডিস, ম্যালেরিয়া হয়েছে। করোনা হয়নি। ওর নাম ছিল করুণা। ডাক্তাররা করোনা বলে মনে করেছে। করোনার আগেও জ্বর-সর্দি-কাশি হত কিন্তু তখন এমন অনাদর ছিল না। চিকিৎসার অবহেলায় মৃত্যু। ভদ্র পোশাকে মানুষ হওয়া যায় না ভদ্রমানুষ হতে গেলে মানসিকভাবে তৈরি হতে হয়। চিকিৎসকের পরিবারের কেউ বিদেশ থেকে ফিরলে তাকে বাড়িতেই পৃথক বিছানায় রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই সুব্যবস্থা করা হয়নি। তাদের থাকতে হয়েছিল হসপিটালে। শয্যার অভাবে মেঝেতে অবস্থান করায় অনেক সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই ছকের মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছয় : ভিনজাতি ও ভিনদেশি সংস্কৃতি বা ভাষাকেন্দ্রিক –

জয় মা কালী গাজনসংস্থা। রচয়িতা: অশোক হালদার। অভিনয়ে: দেওর (যশ)- সুকুমার হালদার। বউদি- রবীন্দ্রনাথ হালদার। দেওরের বান্ধবী (রোহিনী)- শিবা গাওনিয়া।

মূল গান

রোহিনী- শুভ জন্মদিনে কে তুমি এখানে? জমবে কি হ্যাপি বার্থডে?
বউদি- আগুনে ঘি গলে যাচ্ছে যৌবন জ্বলে এসেছি কোমর বেঁধে।
রোহিনী- যশ না মাই কিং রিম ঝিম গাড়ি।
বউদি- ওষুধ করেছে তোকে, দিয়ে বটিজুড়ি।
দেওর- ও তুই সরে যা সামনে থেকে।
আমি রোহিনির দেবো বুকে।

বউদি- দিলে খেতে চায় যে শুতে জশ কে করেছে বশ ওরা।
দেওর- ওরে দেবো বুকে, তুই বলার কে, টইটুম্বুর রসে ভরা।
রোহিনী- যশ না মাই কিং রিম ঝিম গাড়ি।
বউদি- ওষুধ করেছে তোকে, দিয়ে বটিজুড়ি।
দেওর- ও তুই সরে যা সামনে থেকে।
আমি রোহিনির দেবো বুকে।

রোহিনী- স্ট্যান্ডারিটি বুঝবে তুমি কি, বুকে দেওয়ারই পরিণাম।
বউদি- বলি ওরে ও চুষে খাবে তোর, যশ হবে এবার বদনাম।
রোহিনী- যশ না মাই কিং রিম ঝিম গাড়ি।
বউদি- ওষুধ করেছে তোকে, দিয়ে বটিজুড়ি।
দেওর- ও তুই সরে যা সামনে থেকে।
আমি রোহিনির দেবো বুকে।

দেওর- ওরে বুকের কারবার দিচ্ছি উপহার অশোকদা লেখে গানে।
বউদি- শহুরে তাল এবারে পয়মাল, কত কি বলেছি তোকে।
রোহিনী- যশ না মাই কিং রিম ঝিম গাড়ি।
বউদি- ওষুধ করেছে তোকে, দিয়ে বটিজুড়ি।
দেওর- ও তুই সরে যা সামনে থেকে।
আমি রোহিনির দেবো বুকে।

ব্যাখ্যা : গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর কিছু মানুষজন বুকে শব্দের অর্থ ফুলের তোড়া বা কুসুম স্তবক জানে না। বুকে বলতে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় আমাদের শরীরে গলার নিচের অংশ বা chest. দেওর বউদিকে জানায় সন্ধ্যায় তার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আছে বান্ধবীর বাড়িতে। নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাবে বুকে দেবে আর খেয়ে চলে আসবে। বউদির সন্দেহ হয়। দেওর বোধহয় কোনো খারাপ কর্মে লিপ্ত হতে চলেছে। তাই সন্ধ্যাবেলা দেওরকে বাধা দিতে থাকে নিমন্ত্রণ বাড়িতে না যাওয়ার জন্য। কিন্তু দেওর বউদির কথা না শুনেই চলে যায় নিমন্ত্রণ বাড়িতে। বউদি সন্দেহের বশে দেওরের পিছু পিছু বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হয়ে যায় জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। তারপর বউদি দেখতে পায় তার দেওর ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। কোনো বাজে মতলব বা অভিসন্ধি তার দেওরের ছিল না। বউদি আবার দেওরের কাছে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জানতে চায় তুই যে বুকে দিবি বললি? বুকে শব্দের অর্থ জানার পর রহস্যের উন্মোচন ঘটে। 'জবকার্ডে মাটি কাটি, লঙ্কা দিয়ে পান্তা খাই, আমাদের জন্মদিনে এরকম কেউ বুকে টুকে দেয় না'। অর্থাৎ বিদেশি সংস্কৃতি যে ক্রমশ বাঙালি সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে তা এই টুকরো টুকরো ছকের মাধ্যমে বোঝা যায়। নিরক্ষর স্বল্পশিক্ষিত মানুষ গাজন গানের অভিনয়ের মাধ্যমে তা জানতে পারে। নতুন শব্দ নতুন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে তারা ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠে।

সাত : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক ছক —

নিউনট্ট গাজন সংস্থা। রচয়িতা- ধ্যানেশ হালদার। অভিনয়ে: হিন্দু ছেলে- ছোট্টু সরদার। মুসলমান ছেলে আফজাল- সাধন সরদার। বউদি- মৃন্ময় বৈরাগী। হিন্দু ছেলেটির মা- বিপ্লব দেবনাথ। আফজালের মা- রাজেশ নাইয়া। ডাক্তার- জয়ন্ত নাইয়া।

মূল গান

ডাক্তার- এই মা দিলো জন্ম এই মা দিলো জীবন।
হিংসা বিবাদ কেন তবে দ্বন্দ্ব অকারণ।
মুসলমান মা- মিছে গন্ডগোল ঝগড়াই কোন্দল।
হিন্দু মা- একই দেহে একই প্রাণ মানুষই আসল।

ডাক্তার- বর্ণ আর ধর্ম কারো গায়ে লেখা থাকে না।
হিন্দু মা- এই দেশেতে আমরা সবাই কেউ তা মনে রাখি না।
ছোট্টু- জাতের বড়াই করে যারা তারাই কিছু বোঝে না।
মুসলমান মা- যেই আল্লাহ সেই হরি এসব কিছু জানি না।
মিছে গন্ডগোল ঝগড়াই কোন্দল।
হিন্দু মা- একই দেহে একই প্রাণ মানুষই আসল।

ডাক্তার- বিদ্রোহী কবি নজরুল বীর সুভাষের মহান দেশ।
সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব দেখো ধীরে ধীরে হচ্ছে শেষ।
ছোট্টু- সম্প্রীতিকে রক্ষা করো বলছে মাস্টার ধ্যানেশ।
দুই মা একত্রে- শিক্ষা চেতনার অভাবে হবে একদিন সব শেষ।
মুসলমান মা- মিছে গণ্ডগোল ঝগড়াই কোন্দল।
হিন্দু মা- একই দেহে একই প্রাণ মানুষই আসল।

ব্যাখ্যা : মনসা ঠাকুর বিসর্জনে সবাই মদ খেয়ে নাচানাচি করছে। ছেলে-মেয়ে সবাই মদমত্ত অবস্থায়। হিন্দু পাড়ার বিসর্জনে প্রতিবেশী মুসলিম পাড়া থেকে ছেলে-মেয়েরা আসে নাচতে। মহিলারা যেখানে নাচছিল আফজাল সেই দিকে যায়। মদমত্ত থাকায় হিন্দু ছেলেরা তাকে বেধড়ক মারে, সেও হাত চালায়। ফলে আফজাল ও একটি হিন্দু ছেলে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাদের শরীরে রক্তের প্রয়োজন হয়। মায়েরা রক্ত দিতে এগিয়ে আসে। নিজেদের রক্তের গ্রুপের সাথে ছেলেদের রক্তের গ্রুপ মেলে না। হিন্দু মায়ের সাথে মুসলমান ছেলের রক্তের গ্রুপ মিলে যায়। আবার মুসলমান মায়ের সাথে হিন্দু ছেলের রক্তের গ্রুপ মিলে যায়। ফলে দুজনেই সুস্থ হয়ে ওঠে। সুস্থ হওয়ার পর তারা আবার মারামারি করতে চায়। একে অপরকে দোষারোপ করতে চায়, কিন্তু ডাক্তার জানায় তারা প্রত্যেকে অন্য জাতির রক্তে বেঁচে উঠেছে। "এই পৃথিবী মানুষের হোক ধর্ম থাকুক অন্তরে। সন্ধ্যা হলে আজান হবে, ঘন্টা বাজবে মন্দিরে"। এই বার্তা প্রচারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে গাজনের মঞ্চে।

আট : ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিমূলক ছক—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিউনট্য গাজন তীর্থ। রচয়িতা- জয়ন্ত নাইয়া। অভিনয়ে, বাবা- জয়ন্ত নাইয়া। ছেলে- সাধন সরদার। বউমা- গৌরাঙ্গ বেরা। কীর্তনীয়া ও ডাঙ্গার।

মূল গান

শ্বশুর - শুভ দিনে নাচলে কেন লজ্জা নাই কি তোর।
বউমা- ডান্স হাঙ্গামা বন্ধ কর দেখবো কত জোর, বুড়োর দেখবো কত জোর।

কীর্তনীয়া- কলি যুগের ধারা দেখ এলো কেমন দিন।
ছেলে- হরিনামের গেড়ে দিল ডান্স হাঙ্গামা টিম।
বৌমা- জন্মদিনের প্রোগ্রাম এখন বাজে ডি.জে. গান।
শ্বশুর- মেয়ে-মদ্দ একসাথে ভাই হচ্ছে দেখো স্নান।
কীর্তনীয়া- এর গর্ভে জন্মাবে যে, হবে বড়ো চোর রে, হবে বড়ো চোর।
বউমা- ডান্স হাঙ্গামা বন্ধ কর দেখবো কত জোর, বুড়োর দেখবো কত জোর।

বউমা-কত টাকা খরচ করে পেয়েছি সন্তান।
শ্বশুর- এর বিচার করবে একদিন আছে ভগবান।
কীর্তনীয়া- হরি হরি বলে সবাই পরে ভুলে যায়।
ছেলে- হরি হরি যতই কর, সবই হয় টাকায়।
কীর্তনীয়া- ভালো জিনিস ছেড়ে কেন খানায় ঘোরে শোর'রে খানায় ঘোরে শোর।
বউমা- ডান্স হাঙ্গামা বন্ধ কর দেখবো কত জোর, বুড়োর দেখবো কত জোর।

ব্যাখ্যা : শ্বশুর বউমাকে- 'আমি তোমার আঙ্গুল দুমড়ে দিতে পারি, কিন্তু দেব না কারণ বিচারে ঠকে যাব'। গ্রামীণ পরিবারের ঝগড়ার চিত্র এবং ৪৯৮ধারার অপব্যবহার এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'ভালোবাসা একটি পরীক্ষা যেখানে পাশের হারের চেয়ে বাঁশের হার বেশি'। 'বউমা বলেছে সারা জীবন বসে বসে খাচ্ছি তাই আমি আজ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাব'। 'লকডাউনে যেসব মেয়েরা বাইরে চলাফেরা করে তাদের বিয়ে করতে নেই। কারণ, সরকার যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, তাকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে?' প্রত্যেকটি রাগ মানুষের জীবন থেকে কিছু না কিছু কেড়ে নেয়। ছোটো ছোটো ভুল শুধরে নেওয়া উচিত। একটি ছোট্ট ছিদ্র বড়ো জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে। রূপ-যৌবন নিয়ে অহংকার করতে নেই। কারণ মৃত্যুর পর যে তোমাকে স্পর্শ করবে সে নিজের হাত ধুয়ে ফেলবে।' এমন কিছু টুকরো টুকরো চেতনা মূলক সংলাপের দ্বারা নির্মিত এই ছক। নাতির জন্মদিনে ঠাকুরদার ইচ্ছা হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসানো। অন্যদিকে আধুনিক মনস্ক বউমার ইচ্ছা ছেলের জন্মদিনে ডান্স হাঙ্গামা দেবে। এই নিয়ে বিবাদ বাধে শ্বশুর বউমার মধ্যে। দুজনেই নিজেদের জেদের প্রতি আত্মমগ্ন হয়। সন্তানের সুস্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনার দিকে কারো নজর নেই। জন্মদিনের অনুষ্ঠানের জায়গায় লোকদেখানোটাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

নয় : রাজনৈতিক সমস্যাকেন্দ্রিক —

বিশ্বমঞ্জরী গাজন সংস্থা। রচয়িতা- হরিসাধন মণ্ডল। অভিনয়ে, স্বামী- হরিসাধন মণ্ডল। স্ত্রী (জয়ী মেম্বার)- সঞ্জয় সরদার। মেম্বারের বডিগার্ড- দীননাথ হালদার। বডিগার্ডের স্ত্রী- শ্যামকুমার নাইয়া।

মূলগান

স্বামী- উলটোদেশের উলটোনীতি, দেশের করে সর্বনাশ।
ভালোমানুষ পেলে এরা দেবে ধরে গেঁটেবাঁশ।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্ত্রী- কত আশা নিয়ে ছিলাম, প্রধান হয়ে করব কাজ।
স্বামী- কতজনে চড়ে গেল, আমার আন্দামান জাহাজ।
বডিগার্ড- পরের ক্ষতি করতে গিয়ে, নিজের মাথায় পড়ল বাজ।
স্বামী- কুকুরের মত মরে আছে আজ যত সব রংবাজ।
পালিত মা- খোকা যখন আমার ডাকবে মা, ভুলে যাব সব ব্যথা বেদনা।
বুকের মাঝে রাখবো তোকে একা ছেড়ে যাব না।

স্ত্রী- মাছমাংস খাই আমরা, সবকিছু করল শেষ।
স্বামী- বঙ্গদেশের রঙ্গনারী, যৌবনে শেষ করল দেশ।
বডিগার্ড- পার্টি আমার করল মাটি, মস্তানি আর করব না।
স্বামী- কথার না ঠিক থাকলে, বাপের ঠিক থাকে না।
পালিত মা- হরিদা দেখেশুনে লেখে গান, রাজনীতিতে জ্বলছে জনগণ।
স্বাধীনতা পেয়েও মানুষ তবু কেন অসহায়।

ব্যাখ্যা : প্রধান গঠনের জন্য জয়ী প্রার্থীর দর উঠেছে পাঁচলাখ টাকা। প্রধান গঠনের আগে পর্যন্ত তাকে থাকতে হচ্ছে হোটেলে। প্রধান হতে গিয়ে নিজের সন্তানকে পরস্ত্রী দ্বারা লালন-পালন করাতে হচ্ছে। কোলের শিশুসন্তানকে পালনের জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির পরিবারে অন্য নারীকে পাঠানো হয়েছে। প্রধান গঠন হয়ে যাওয়ার পর যখন বাড়ি ফেরে তখন জন্মদাত্রী মায়ের কোলেই সন্তান কাঁদে পালনের অভাবে। ভোটে জেতার পর মেম্বার তুলে নেওয়ার কীর্তি। প্রার্থী নিয়ে প্রধান গঠনের জন্য খুনোখুনি। বউদি প্রধান হলে পঞ্চায়েতের সুপারভাইজারের কাজ পাওয়ার জন্য মস্তানি করছে প্রতিবেশী দেওর। এ চিত্র আজকের গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতি পঞ্চায়েতেই দেখা যাচ্ছে। শুধু পঞ্চায়েতে কেন রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্র সরকার গঠনের জন্য বিধানসভায় এবং পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য হলো যে কোনো কিছুর বিনিময়ে কুরসি দখল। ক্ষমতা দেখানো। আখের গোছানো। এই মানসিক অবস্থার দরুন বর্তমান রাজনীতি ঘৃণ্যতম হয়ে উঠেছে। জনগণের সেবা নয়, জনগণের শোষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ। গাজন গানের মাধ্যমে গাজনপ্রিয় দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হয়ে চলেছে।

দশ : সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পকেন্দ্রিক —

নিউ নটরাজ গাজন তীর্থ। রচয়িতা- জয়ন্ত নাইয়া। অভিনয়ে: ভোম্বল- জয়ন্ত নাইয়া। ভোম্বলের স্ত্রী (হরিদাসী)- ভূপতি সরদার। গুলে- গৌতম হালদার। গুলের স্ত্রী- উত্তম মণ্ডল। একশ দিনের কর্মী- দেবাশীষ ভূঁইয়া। প্রধান- ছোট্টু সরদার।

মূল গান

ভোম্বলের স্ত্রী- এমন এক বানর ছানা, খেলোরে পায়খানা।
ভোম্বল- একশ দিনের কাজের টাকা কোথায় এরা জানে না।
প্রধান- তোদের কী করার আছে তোরা কর না।

প্রধান- ইলেকশনের আগে কোনো টাকার খবর নেই।
ভোম্বল- গুলে বউদি পেলে কেন আমি পাবুনি।
ভোম্বলের স্ত্রী- মজুরির টাকা এরা কবে যে দেবে।
ভোম্বল- যার বউ দেখতে ভালো সে আগে পাবে।
প্রধান- জ্বালাতন করিস নারে আজকে যা ভোটের পরে।
ভোম্বল- গুলে বউদি পায় কী করে, ওই কারণটাতো বুঝি না।

প্রধান- তোদের কী করার আছে তোরা কর না।

ভোম্বলের স্ত্রী- এদের বউ শালিদের মুখ দেখতে পেতনি লজ্জা পায়।
ভোম্বল- যার তার বউকে নিয়ে পুরি ঘুরতে যায়।
প্রধান- মুখ সামলে কথা বলবি ওরে জানোয়ার।
ভোম্বলের স্ত্রী- বেশ বলেছে ঠিক বলেছে বলবে একশ বার।
ভোম্বল- ও এমন অবুঝ নেতা, খেয়েছে সবার মাথা।
ভোম্বলের স্ত্রী- জয়ন্ত বলে হিসেব নেবে এই জনগণের চেনে না।
প্রধান- তোদের কী করার আছে তোরা কর না।
তোদের কী করার আছে তোরা কর না।

ব্যাখ্যা : ভোম্বল, গুলে, দেবাশীষ এবং গুলের বউ একসাথে একই দলে একশ দিনের কাজ করে। ভোম্বল ব্লাড-ক্যান্সারের রোগী। তার এই রোগের কথা দারিদ্র্যের কারণে কাউকে জানতে দেয় না। ভোম্বলের বউ সবসময় ভোম্বলের উপর অত্যাচার করে। তাকে জোর করে কাজে পাঠায়। তার শরীরের অবস্থার দিকে কোনোরকম খেয়াল রাখে না। কাজ শেষে প্রধানের বাড়িতে টাকা আদায়ের জন্য গিয়ে দেখা যায় প্রধান পরস্ত্রীর সাথে যৌন-লীলায় মত্ত। অর্থাৎ যে সমস্ত পুরুষ কাজ করে তাদের স্ত্রীদের সাথে পরকীয়া সম্পর্ক স্থাপন করার পর টাকা দেয়। যাদের সাথে ঠিকঠাক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে তাদের উপরি পাওনাও জোটে। কিন্তু যাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না তাদের কাজের ন্যূনতম মজুরিটুকুও দিতে কুণ্ঠিত হয়। গুলে বউদি উপরি পাওনা পায়। আর ভোম্বলের স্ত্রী কিংবা ভোম্বল প্রাপ্য মজুরিটুকু আদায় করতে পারে না। প্রধানের বাড়িতেই প্রধানের সঙ্গে বিতর্ক হতে হতেই ভোম্বল রক্তবমি করে। তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে। প্রধানের চেতনা ফেরানোর একটি চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই ছকের মাধ্যমে গ্রামের প্রধান মেম্বাররা কীভাবে একশ দিনের টাকা আত্মসাৎ করছে তা দেখানো হয়েছে। অনেকে আছে যারা কাজ না করেও মেম্বারকে কাটমানি দিয়ে ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা করার ব্যবস্থা করে। বর্তমান সময়ের দলিল হিসেবে এই গাজন গান থেকে যাবে।

এগারো : দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যাকেন্দ্রিক —

নাট্যমহল গাজন তীর্থ। রচয়িতা- গোপাল পাইক। অভিনয়ে: বেকার ছেলে (বিজয় দাস)- গোপাল পাইক। মেয়ের মা (গিন্নিমা)- উত্তম মণ্ডল। মেয়ে (রিয়া)- প্রদ্যুৎ মিস্ত্রি। নাইজেরিয়ান দুই যুবক- বুদ্ধদেব প্রামাণিক ও পূর্ণদাস শিকারি।

মূল গান

বিজয়- ছেড়েদে ওরে শালা, নইলে খাবি ঠেলা। আমি বডিগার্ড ।
সাদা গাই(গাভী) দেখে এখন ছুটছে কালো ষাঁড়।

নাইজেরিয়ান ১- চিকনা চিকা ইনা ইকা উনা উকা উনা উঠা সুন।
বিজয়- ম্যাডাম, তোমার কচি হাড়ে ধরাবে এ ঘুণ।
রিয়া- টার্গেট ফুল করবো আমি, ওরে ও অবুঝ।
বিজয়- আর প্রথম ছিঁড়ে দিল সায়া ব্লাউজ।
নাইজেরিয়ান ২- টিগাপ ক্যালুস গই ইনকিড়া সিলাই, পাখিলিয়া ইন্টিজার।
বিজয়- সাদা গাই(গাভী) দেখে এখন ছুটছে কালো ষাঁড়।

বিজয়- কে যেন কাঁদে নাইজেরিয়াতে ভরদুপুর বেলাতে।
গিন্নিমা- গুলি করে মারব তোকে ওরে ভিখারি।

বিজয়- আমার তরে তোমার মেয়ের বেড়েছে ডিগ্রি।
রিয়া- যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হয়েছি রঙিন।
বিজয়- নামে আমি ইঞ্জিনিয়ার, দেখিনি ইঞ্জিন।
রিয়া- এরা বিশ্বের শয়তান, এদের নেই তো মা-বোন জ্ঞান। এ সফর হয়েছে বেকার।
বিজয়- সাদা গাই(গাভী) দেখে এখন ছুটছে কালো ষাঁড়।

ব্যাখ্যা : কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা হয়ে নাইজেরিয়া। পড়াশুনা করে চাকরি না পেয়ে বিজয় দাস কলকাতার একটি বাড়ির বিজ্ঞাপন দেখে কাজ করার জন্য পৌঁছায়। পৌঁছে জানতে পারে ওই বাড়ির মেয়ে নাইজেরিয়াতে পড়াশোনা করতে যাবে। তার বডিগার্ড হিসেবে তাকে যেতে হবে। মাইনে কুড়ি হাজার টাকা। বেকারত্বের যন্ত্রণা মেটাতে পারিবারিক কাজে যোগ দেয় বিজয়। নাইজেরিয়াতে গিয়ে সে প্রথম নাইজেরিয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। প্রথম যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তারা সমাজের অসভ্য শ্রেণির মানুষ। তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সেখানে কাজ করাতে চেষ্টা করে। ভারতীয় বিবাহিত মহিলারা যেমন কিছুটা সুরক্ষিত থাকে। ওখানে মেয়েটিকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে সেখানে গিন্নিমা পৌঁছলে গিন্নিমা মেয়ের শাঁখা-সিঁদুর পরা দেখে অবাক হয়ে যায়। বিজয়ের ওপর হুংকার ছাড়তে থাকে কিন্তু বিজয় বুঝিয়ে দেয় যে শাঁখা-সিঁদুর না থাকার কারণে গিন্নিমা নিজেও একই অবস্থার শিকার। অবশেষে নকল স্বামীর দেওয়া আসল সিঁদুরকে সত্যের রূপ দিয়ে রিয়া বিজয়কে বিয়ে করে। এই ঘটনা থেকে পরিস্ফুট হয় বিভিন্ন দিক। একদিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বিজয় কর্মহীনতার জন্য শহরের ধনী পরিবারে যেকোনো কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অর্থাৎ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বর্তমান সময়ে মিল করা দুষ্কর। অন্যদিকে নিজের দেশে কাজ না পেয়ে যেতে হচ্ছে বিদেশে। তাও আবার বডিগার্ড হিসেবে। বিদেশে গিয়ে বিদেশিদের সাথে তাল মেলাতে না পেরে অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে। অর্থাৎ পরিযায়ী শ্রমিক হয়েই জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

বারো : প্রাকৃতিক দুর্যোগকেন্দ্রিক ছক –

মা জয় মা সরস্বতী গাজন তীর্থ। রচয়িতা- স্বপন গায়েন। অভিনয়ে: ডিম্বাসুর- জয়দেব হালদার। গিলন দেবী (পোল্ট্রি ফার্মার)- উত্তম মণ্ডল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রী (রূপা)- অরুণ কুমার।

মূল গান

ডিম্বাসুর- টাকা মাটি মাটি টাকা, লিক হয়েছে আমার ভাগ্যের চাকা।
ফার্মার- ঝড়ে বছর বছর হয় সর্বনাশ।
ডিম্বাসুর- মেশিন হলো চিচিং ফাঁক, কত দিনের গেল বাঁশ।

দলনেত্রী- যার খাস তার দিস না ফাঁকিবাজি গুষ্টি।
ডিম্বাসুর- কনে পেলে বর সেজে করব শুভদৃষ্টি।
ফার্মার- হাওয়া খেলে গলে যায় ঠাণ্ডা আইসক্রিম।
ডিম্বাসুর- তা দিলে বাচ্চা ফোটে যদি থাকে ডিম।
ফার্মার- গরিব লোকের কপাল পোড়া দুঃখ বারোমাস।
ডিম্বাসুর- মেশিন হলো চিচিং ফাঁক, কত ডিমের গেল বাঁশ।

দলনেত্রী- অর্থনীতি নেমে যাচ্ছে বাজার এখন আগুন।
ডিম্বাসুর- চাষ করেছি নিয়ে যাও আমার গাছের বেগুন।
ফার্মার- স্বপন গায়েন লিখে যায় ফার্ম হল ফাঁকা।
ডিম্বাসুর- ডিম দিলে বাচ্চা দেবো ঘুরবে ভাগ্যের চাকা।

ফার্মার- ভাঙাঘরে থাকবো শুয়ে চলবে উপবাস।
ডিম্বাসুর- মেশিন হলো চিচিং ফাঁক, কত ডিমের গেল বাঁশ।

ব্যাখ্যা : ইয়াস ঝড়ে বিপর্যস্ত গ্রাম বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার দেখা দেয়। ঝড়ে পোল্ট্রি ফার্ম ভেঙে পড়ে। ফার্মার ডিম ফোটানোর মেশিন নিয়ে তার টাকা ফেরত দিতে পারে না। স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে নেওয়া ঋণ আদায়ের জন্য দলনেত্রী হানা দেয়। ঝড়ের কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হয় তাই কেউ টাকা ফেরত দিতে পারে না। গৃহহারা কর্মহারা জীবিকা দিশাহীন মানুষগুলো তাদের ঋণ মকুবের কাতর আর্তি জানায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দলনেত্রীদের কাছে। একদিকে অর্থনীতির মন্দা অবস্থা অন্যদিকে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাধারণ মানুষের জীবন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। জীবিকার দিশাহীনতা মানুষকে মনুষ্যত্ব বঞ্চিত করে ক্রমশ অমানুষ গড়ছে। ন্যায় অন্যায়ের বিবেচনাবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

তেরো : দুর্নীতিমুক্তকরণ, চাকরিতে স্বজনপোষণ এবং সচেতনতাকেন্দ্রিক। মা নাচিন্দা গাজন সংস্থা। রচয়িতা- মণীন্দ্র নস্কর। অভিনয়ে: স্বামী- স্ত্রী, চাকরিদাতা (প্রতারক)- বিলাস পাইক। চাকরি দাতার বোন(পাগলি)- অনিমেষ সরদার।

মূল গান

স্বামী- যত তুমি মারো ধরো যাবো না আজ ওকে ছেড়ে।
ও যে আমার নবা (নববধূ)।
নবা, শরীর হয়ে যাচ্ছে জাম, আমার ভালো করে ঘাম।
প্রতারক- ওরে ও রাম ছাগল, বুঝিস না কি বাংলা কথা?
স্বামী- কতদিন একা শুয়ে, ছিঁড়বো বল বালিশ কাঁথা?
স্ত্রী- গণধোলাই দেব ধরে, করলে বেশি বাড়াবাড়ি।
স্বামী- চায়না ইঞ্জিন বাস্ট হবে, পিস্টনেতে ফলবে বড়ি।
পাগলি- ওর গলায় দিয়ে মালা, মেটাবো আজ মনের জ্বালা।
মেটাবো আজ মনের জ্বালা হোক বদনাম।
স্বামী- শরীর হয়ে যাচ্ছে জাম, আমার ভালো করে ঘাম।

স্ত্রী- দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা, সবারই তো আছে জানা।
স্বামী- ছোটো ডালিম বড়ো হলে, বাজারেতে হয় বেদনা।
স্ত্রী- টাকা ছাড়া মূল্য কি আর আছে বল ভালোবাসার।
স্বামী- রেডিয়াম মূল্যবান, নোংরা থেকে জন্মরে তার।
স্ত্রী- মুখে তার মিষ্টি বুলি, অন্তরে বিষের ঝুলি।
মণীন্দ্র কয় সব ভুলে, রাখিস নিজের মান।
স্বামী- শরীর হয়ে যাচ্ছে জাম, আমার ভালো করে ঘাম।

ব্যাখ্যা - বউ হলুদ ছাড়াতে গিয়ে বাপের বাড়ি থেকে আর ফেরেনি। বউয়ের চিন্তায় বিভোর স্বামী। বউকে খুঁজতে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়ে পথে এক পাগলির সাথে দেখা। পাগলি তাকে জোর করে মালা পরাতে চায়। বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পাগলিকে প্রশ্রয় না দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হয়। স্ত্রী চাকরির জন্য দালালের সাথে হোটেলে রাত্রিযাপন করছে। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নারীর ইজ্জত লুট করছে এই সমস্ত দালালরা বা প্রতারকেরা। অবশেষে দেখা যায় যে পাগলি ওই প্রতারকের দিদি। অর্থের মোহে পড়ে দিদিকে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়ে বিষয় সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে সে। অর্থের মোহে একদিকে দিদিকে পাগল করে দেওয়া অন্যদিকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করা তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘুষ নেওয়া এবং ঘুষ দেওয়া দুটোই সমান অপরাধ। অথচ বর্তমানে আমরা দেখতে পাই ঘুষ নিয়েছে যারা তাদের নিয়ে হইচই শুরু হয়। অন্যদিকে যারা ঘুষ দিয়েছে তারা বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘুষ দেওয়ার এই প্রবণতা যদি বন্ধ করা না যায়, ভবিষ্যতে আরো ঘোরতর অন্ধকার নেমে আসবে সমাজের বুকে। সমাজ থেকে ঘুষ দেওয়া নেওয়ার প্রথা সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন।

চোদ্দো : হাস্যরসাত্মক বা শব্দের ব্যঞ্জনা —

নাট্যমঞ্জরী গাজন সংস্থা। অভিনয়ে: আশ্রম কর্তা গোবিন্দ- হরিসাধন মণ্ডল। রতন- সুন্দর নাইয়া। যতন- ভক্তরাম মণ্ডল। রতনের স্ত্রী সুচিত্রা/ পদ্মবুড়ি- কুমার অরুণ।

মূল গান

যতন- মাগো আমায় ছেড়ে দেনা কি দোষ করেছি।
গোবিন্দ- কর্মদোষে তোরা বলির পাঁঠা হয়েছিস।
রতন- আজ রাতে হবে যে বলি।
গোবিন্দ- তোরা সব মায়ের অঞ্জলি।

পদ্মবুড়ি- রক্ত খাব, মাংস খাব, শান্তি পাব আজ।
রতন- বিনা মেঘে আমার মাথায় পড়ল কেন বাজ।
গোবিন্দ- মায়ের ইচ্ছা করব পূরণ।
মাগো মা তোমার ইচ্ছা করব পূরণ, আশ্রম করবরে খালি।
রতন- আজ রাতে হবে যে বলি।
গোবিন্দ- তোরা সব মায়ের অঞ্জলি।

পদ্মবুড়ি- নিজের বলি নেব খুঁজে কাউকে ছাড়বো না।
যতন- আমি মরে গেলে ঘরে কাঁদবে আমার মা।
গোবিন্দ- পুরুষ হয়ে মাখলি তোরা, মাখলিরে
পুরুষ হয়ে মাখলি তোরা একি চুনকালি।
রতন- আজ রাতে হবে যে বলি।
গোবিন্দ- তোরা সব মায়ের অঞ্জলি।

রতন- মান গেল কুল গেল খোয়ালি সম্মান।
সুচিত্রা- ব্যবহারে পরিচয় কৃষ্ণ লেখে গান।
গোবিন্দ- সময়ে সবকিছু পাবি, অসময়ে সব খালি।
রতন- আজ রাতে হবে যে বলি।
গোবিন্দ- তোরা সব মায়ের অঞ্জলি।

ব্যাখ্যা : গোবিন্দর বৃদ্ধাশ্রমে দুই অলস ব্যক্তি রতন এবং যতন হাজির হয়। সংসার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মা ঘরে থাকা সত্ত্বেও উপার্জনে অনাগ্রহী হয়ে দুজনেই এসে ওঠে বৃদ্ধাশ্রমে। দুনিয়া কাঁপানো গল্প তাদের দুজনের মুখে ঘোরে। কাজের পরিবর্তে গল্পে বেশি মনোযোগী হয় তারা। আশ্রমকর্তা গোবিন্দ তাই সিদ্ধান্ত নেয় এদের যেভাবে হোক বিতাড়িত করার। দুজনকে বাজারে পাঠিয়ে গোবিন্দ নামকীর্তনে ব্যস্ত। এমন সময় এক মহিলার আবির্ভাব ঘটে। মহিলার নাম সুচিত্রা। সে রতনের স্ত্রী। স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আকুতি জানায়। তখন দুজনে মিলে পরিকল্পনা করে রাত্রে কালীপূজার। আর পদ্মবুড়ির ছদ্মবেশে তাকে কালীপুজোর বলি হিসেবে নরবলি চাইতে হবে। নরবলি রতন এবং যতনকেই নির্দেশ করে যাতে তারা এই আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে যায়। অলস ব্যক্তিকে কর্মমুখী করার জন্য প্রাণের ভয় দেখানো হয়। এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ

হয়। তারা কর্মমুখী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। নির্দিষ্ট বয়সসীমা পার না করা পর্যন্ত আর কখনো বৃদ্ধাশ্রমে এসে হাজির হবে না। কৌতুকপূর্ণ এই ছকের মাধ্যমে অলস অর্থাৎ অকর্মা মানুষদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

পনেরো : পরিবেশ সচেতনতা —

নাট্যমহল গাজন সংস্থা। রচয়িতা- গোপাল পাইক। অভিনয়ে: দাদা- গোপাল পাইক। ভাই (চাঁদু)- পূর্ণদাস শিকারি। ভাইয়ের স্ত্রী (পূর্ণিমা)- রবিন শিকারি। অপর এক বাঙালি হিন্দিভাষী- বুদ্ধদেব প্রামাণিক।

মূল গান

দাদা- এরা হয় দিল্লির ফ্যাশন, মেয়ে নয় আল্টামডার্ণ।
বউ হয়ে থাকবে সারাক্ষণ মা বলে খাবো না পেটন।
এরা হয় দিল্লির ফ্যাশন, মেয়ে নয় আল্টামডার্ণ।

বউমা- হায় হায় কী যে করি, মরি যে লাজে।
দাদা- বিধবা সেজে এরা, ঘোরে যে সমাজে।
ভাই- পোশাকের রূপ তাকে করেছে মহান।
দাদা- দিল্লির লাড্ডু খেয়ে হারালো এর জ্ঞান।/ খোয়ালি মান-সম্মান।
এরা হয় দিল্লির ফ্যাশন, মেয়ে নয় আল্টামডার্ণ।
বউ হয়ে থাকবে সারাক্ষণ মা বলে খাবো না পেটন।
এরা হয় দিল্লির ফ্যাশন, মেয়ে নয় আল্টামডার্ণ।

বউমা- বদমাশি ছাড়াবো ওরে ও পাজি।
দাদা- এদের গর্ভে কী আর আসবে নেতাজি।
ভাই- মেয়েরা মায়ের সমান, দাদার নেই সে জ্ঞান।
দাদা- সব মেয়ে মা হলে, কে করবে জামা প্যান(প্যান্ট)।/ দেশটা করলিরে শ্মশান।
এরা হয় দিল্লির ফ্যাশন, মেয়ে নয় আল্টামডার্ণ।
বউ হয়ে থাকবে সারাক্ষণ মা বলে খাবো না পেটন।
এরা হয় দিল্লির ফ্যাশন, মেয়ে নয় আল্টা মডার্ন।

ব্যাখ্যা : ভাই পাঁচ বছরের জন্য দিল্লি গিয়েছে সোনা পালিশের কাজে। কোনো সংবাদ না পেয়ে বাড়ির লোকজন চিন্তান্বিত। মায়ের অনুরোধে গ্রাম্য অশিক্ষিত দাদা মায়ের তৈরি করে দেওয়া নারকেল নাড়ু নিয়ে ভাইয়ের খোঁজে দিল্লি পাড়ি দেয়। অপরিচিত দিল্লিতে ভাইয়ের খোঁজ পেতে প্রথমেই একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে। তাকে মা বলে সম্বোধন করায় বিপত্তি ঘটে। আসলে সে হিন্দিভাষী হলেও বাঙালি। কিন্তু দিল্লির সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে অপমান করার প্রচেষ্টায় থাকে। দাদাকে, বরং কোনোভাবে সাহায্য না করে তাকে অপমান করে চলে যায়। দাদা অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভাইয়ের ঠিকানা পেলে সেখানে গিয়ে দেখে সেই মহিলা আসলে তার ভাইয়ের স্ত্রী। অথচ বিন্দুমাত্র সহযোগিতা সে করেনি গ্রাম থেকে আসা দাদাকে যতটা বেশি অপমান করা যায় সেটাই করেছে। তার পোশাক পরিচ্ছদ এবং শহুরে সংস্কৃতি দাদার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

ষোলো : সাংস্কৃতিক অবনমন —

মুক্তমঞ্জরি গাজনতীর্থ। রচয়িতা : তপন নাইয়া। অভিনয়ে শ্বশুর (পুলিশ অফিসার)- তপন নাইয়া। শাশুড়ি- অমর। বউমা- প্রদীপ রায়। ননদ- উদয় খামারু। পাড়ার দেওর- বাবলু মণ্ডল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মূল গান

শাশুড়ি- বিসর্জনের দিনে কেউ পিছিয়ে থেকো না।
শ্বশুর- শাশুড়ি বউয়ে মদ খেয়ে হল্লা করিস না।
বউমা- ডিস্কো ড্যান্স করো তোমরা থেমে থেকো না।

শ্বশুর- শুকনো খালে নৌকা চালায় মাঝি নয় এ পাজি।
বউমা- জোয়ারে ভরা নদী ডুবতে আমি রাজি, স্বামী(শ্বশুরকে) ডুবতে আমি রাজি।
শাশুড়ি- মা আমার যাচ্ছে চলে চোখের জলে বিদায় দেবো না।
বউমা- লুঙ্গি ড্যান্স করো তোমরা থেমে থেকো না।

শ্বশুর- বনের পশু পোষ মানে এরা মানে না।
বউমা- মাথা টলে পা চলে না আরে পা চলে না।
শাশুড়ি- বুঝবি কি রে ওরে বুড়ো এমন রসের স্বাদ।
বউমা- উর্বশী হয়ে তুমি করো বাজিমাত, মাগো করো বাজিমাত।
মেয়ে- উড়ান খাবো মন মাতাবো কাউকে চিনবো না।
বউমা- নাগিন ড্যান্স করো তোমরা থেমে থেকো না।

শ্বশুর- তপন বলে হায়রে কি যুগ চলছে বল ভাই।
শাশুড়ি- প্যানপ্যানানি নয় আমার নাচের গান চাই, আমার নাচের গান চাই।
মেয়ে- আনন্দটা মাটি হল মনটা ভরলো না।
বউমা- ডিস্কো ড্যান্স করো তোমরা থেমে থেকো না।

ব্যাখ্যা : বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সাংস্কৃতিক ধামাকা বিসর্জন। পুজো আসছে এই আনন্দের চেয়ে পুজোর বিসর্জন কখন হবে সেই নিয়ে বেশি পরিকল্পনা। পূজার দিনগুলোতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কী হবে তা নিয়ে বেশি মাথাব্যথা নয়। বিসর্জনের দিনটাতে কীভাবে লোকদেখানো আয়োজন করা যায় তা নিয়েই যত পরিকল্পনা। পুজোর খরচের চেয়ে বিসর্জনের খরচ বেশি বরাদ্দ করা হয়। অত্যাধুনিক আলো, অত্যাধুনিক শব্দ, অত্যাধুনিক বাজি, বাদ্যঝঞ্ঝনার সাথে দেশি-বিদেশি মদের আয়োজন মুখ্য হয়ে উঠেছে বিসর্জনে। আখেরে সমাজ, সংসার, প্রকৃতি যে অধঃপতনে চলে যাচ্ছে সেদিকে কারো নজর নেই। এইসব আয়োজনে সুস্থ মানুষ ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। দেব-দেবী প্রতিমাকে বিসর্জন দিতে বিদায়ের করুণ সুর আর ধ্বনিত হয় না। এ যেন সতীদাহ প্রথার পুনরাবৃত্তি। জীবন্ত নারীকে চিতায় তুলে দেওয়ার সময় যেমন তার ক্রন্দন ধ্বনি অন্যত্র পৌঁছতে না দেওয়ার পরিকল্পনা করা হত তেমনি দুঃখের পরিবর্তে আনন্দের হল্লা। বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবাই এতে মেতে ওঠে। সম্পর্কের কোনো শালীনতা বা মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। নারী-পুরুষ উভয়ই বেলেল্লাপনায় মত্ত হয়ে উঠেছে। আধুনিক সংস্কৃতির নামে তারা অপসংস্কৃতিতে ভরিয়ে দেয়। এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন করার জন্য ক্ষুদ্র প্রয়াস এই ছক।

পরিশেষে বলা যায় এভাবেই পারিবারিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, মনোবৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, খেলাধুলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কুসংস্কার, জীবিকা, পূর্বাভাস ও সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে গাজন গান রচয়িতাগণ ছক নির্মাণ করে থাকেন। এইসব ছকের মাধ্যমে তারা কৌতুক রসপূর্ণ ঘটনাবলীর সমন্বয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। গ্রাম সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে অভিনয়ের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ছকগুলি নির্মিত হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে ব্যবহৃত মুখের ভাষার ওপর নির্ভর করে। যে কারণে শহুরে সংস্কৃতির মানুষজন যারা মার্জিত বাংলা ভাষায় কথা বলে তাদের কাছে এই গাজন গান অমার্জিত ও অশ্লীলতাপূর্ণ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বলে মনে হয়। আসলে এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামে-গ্রামান্তরে বসবাসকারী সাধারণ দিনমজুর খেটেখাওয়া মানুষজন অভিনয় করে। সংগীত রচনাও করে। ফলে তাদের দৈনন্দিন মুখের ভাষা এখানে প্রতিফলিত হয়। জীবিকা ক্ষেত্রে তারা যে ভাষা ব্যবহার করে তা এখানে ফুটে ওঠে। কোনোরকম কৃত্রিম কল্পনার আশ্রয় নিয়ে মার্জিত ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করা হয় না। বেশিরভাগ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আদিরস। তবে যাই হোক না কেন ঘটনা শেষে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য গাজন রচয়িতাদের। স্বার্থপরতার দুনিয়ায় হাসতে ভুলে যাওয়া স্বার্থান্বেষী মানুষজনকে একটু হাসি ফিরিয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

গাজন গান লোকনাট্য বা গাজন যাত্রা হয়ে উঠতে পারলেও পুরোপুরি লোকসংগীত বা লোকগীতি নামে চিহ্নিত হয়ে উঠতে পারেনি। লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরে রাখতে পারেনি বা লোকসংগীতের নির্ধারিত মান্যতা দিতে পারেনি গাজন গান। লোকসংগীত বিশেষ করে একটি মাত্র ভাব বা বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। গাজন গান হয়ে উঠেছে গল্প বা কাহিনিমূলক। গাজন গান নানাদিক থেকে বিকশিত হয়েছে ঠিকই তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নারী চরিত্রের ভূমিকায় নারীকে স্থান দিতে সমর্থ হয়নি। নারীরা গাজন অভিনয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। পুরুষই উভয় চরিত্রের চালিকাশক্তি। আঞ্চলিক ভাষার সীমা লঙ্ঘন না করায় সুশীল সমাজের কাছে অশ্লীলতার তকমা পেয়েছে। যদিও আঞ্চলিক ভাষাই তাদের মুখ্য প্রাণশক্তি যোগান দেয়। নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষজনই দল পরিচালনা এবং অভিনয়ের নিয়ন্ত্রক। বর্তমান সময়ের গাজন গান বাণিজ্যিক প্রসারতার দিকে বেশি নজর দিয়েছে। ফলে অভিনয়ে আবেগের তুলনায় চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে একেবারে সাধারণ মানের জীবন-যাপন বেছে নিতে হয়েছে। সমালোচনা যাই থাক না কেন গাজনের বিকাশ এই মুহূর্তে রুদ্ধ হবার নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন দলের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। শিক্ষিত মানুষজন এগিয়ে এসেছে গাজনের পালাগান রচনার ক্ষেত্রে। বিবর্তন ঘটেছে বাদ্যযন্ত্রের। নাচ, গান ও অভিনয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ পৌরাণিকসূত্রে যে গাজনের সূচনা ইতিহাসের ধারা বেয়ে লৌকিক সংস্কৃতি, সামাজিক সমস্যা ও অত্যাধুনিক জীবন-যাপনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিকশিত হতে পেরেছে। চলমান সময়ের গাজন গান হয়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতির নতুন রূপ। মানবধর্মকে বড়ো করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

Reference:

সাক্ষাৎকার :

১. প্রণবেশ হালদার, বয়স ৩৩ বছর, রচয়িতা ও অভিনেতা, পুরুষ, দৌলতপুর, সিদ্ধিবেড়িয়া, কুলপি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, মাধ্যমিক, সাক্ষাৎকারের তারিখ - ২৭/০৪/২০২২

২. বিলাস হালদার, বয়স ২৮ বছর, কীবোর্ডবাদক, পুরুষ, কাঁটাবেনিয়া, করঞ্জলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হিন্দু, স্নাতক, সাক্ষাৎকারের তারিখ - ২৬/০৪/২০২৩

৩. রবীন্দ্রনাথ হালদার, বয়স ৩৫ বছর, স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় ও নির্দেশক, পুরুষ, ১৪ নম্বর মন্মথপুর, ঢোলা, কুলপি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, অষ্টমশ্রেণি উত্তীর্ণ, সাক্ষাৎকারের তারিখ - ০৪/০৯/২০২২

৪. সমীর চ্যাটার্জী, বয়স ৫০ বছর, তবলাবাদক, পুরুষ, আনোয়ারপুর, কুলপি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, স্বাক্ষর, সাক্ষাৎকারের তারিখ - ০৮/০৯/২০২২

৫. সুন্দর নাইয়া, বয়স ৪০ বছর, গাজনগান রচয়িতা ও অভিনেতা (নায়ক), পুরুষ, জামতলা হসপিটালমোড়, কুলতলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হিন্দু, মাধ্যমিক, সাক্ষাৎকারের তারিখ - ২৪/০৭/২০২২

৬. সুশীল হালদার, বয়স ৩৫ বছর, কীবোর্ডবাদক, পুরুষ, কামারহাট, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উচ্চ-মাধ্যমিক, সাক্ষাৎকারের তারিখ - ২৩/০৪/২০২৩

Bibliography:

অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'লোকসংস্কৃতিবিদ্যা', প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৬, অঞ্জলি পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 281 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেবব্রত নস্কর, ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা’, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৯, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩

ধূর্জটি নস্কর, ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন ও গাজনমেলা’, প্রথম প্রকাশ, ২৬ চৈত্র, ১৪০৭, আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ, সাধুরহাট, ডায়মণ্ডহারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

ধূর্জটি নস্কর, ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শৈবতীর্থ’, প্রথম প্রকাশ, ২রা শ্রাবণ ১৩৯৬, মহেশ লাইব্রেরী, কলকাতা-৭

নিরঞ্জন মণ্ডল, ‘সুন্দরবনের শিবের গাজন’ (বালাকি বালাই-শ্লোক বালাগান), প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০২২, গাংচিল, ওস্কার পার্ক, ঘোলাবাজার, কলকাতা-১১১

বিমলেন্দু হালদার, ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যাত্রাগান : ইতিহাস ও আলোচনা’ (প্রথম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১১, প্রিয়নাথ প্রকাশনী, সোনারপুর, কলকাতা-১৫০

বিমলেন্দু হালদার, ‘দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা’ (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, সোনারপুর বইমেলা ২০১৯, প্রিয়নাথ প্রকাশনী, সোনারপুর, কলকাতা-১৫০

বিশ্বজিৎ হালদার (সম্পাদিত), ‘লোক ঐতিহ্যের ধারায় দুই ২৪ পরগনার শিব সংস্কৃতি : চড়ক ধর্মদেল গাজন ও বালাগান’, প্রথম প্রকাশ, ১১ই এপ্রিল, ২০১৩, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ৩, সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডি (ফেজ ২), তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২

মনোজিৎ অধিকারী, ‘গাজন’, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

মহ. মনোয়ার হোসেন, ‘যাত্রা : দেশপ্রেম ও সমাজ চেতনা’, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১১, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯

সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘লোকসঙ্গীত বিভাকর’, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৮, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭/বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা-১২